# নেতানিয়াহুকে সরিয়ে ইসরায়েলে সরকার গঠনের দায়িত্ব পেলেন আইজেনকোট



ছবি: সংগৃহীত

ইসরায়েলে নতুন সরকার গঠনের দায়িত্ব পেয়েছেন দেশটির সাবেক সেনাপ্রধান ও ইয়াশার পার্টির নেতা গাদি আইজেনকোট। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে বাদ দিয়ে তাঁকেই মনোনীত করেছেন প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ। গত ২৭ অক্টোবরের নির্বাচনে কোনো জোট একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

শনিবার (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আইজেনকোটকে সিদ্ধান্তের কথা জানান প্রেসিডেন্ট। রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে সরকার গঠনের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র।

নির্বাচনের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনায় ৬৭ জন আইনপ্রণেতা আইজেনকোটের পক্ষে সমর্থন জানান। তাঁদের মধ্যে আরব নেতৃত্বাধীন দলগুলোর সদস্যরাও রয়েছেন। অন্যদিকে নেতানিয়াহুর পক্ষে সমর্থন দেন ৪৬ জন আইনপ্রণেতা।

সরকার গঠনের জন্য আইজেনকোট ২৮ দিন সময় পাবেন। প্রয়োজনে আরও ১৪ দিন বাড়তি সময় নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটের ১২০টি আসনের মধ্যে অন্তত ৬১ জনের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করতে হবে তাঁকে।

নির্বাচনে আইজেনকোটের নেতৃত্বাধীন চার দলের জোট পেয়েছে ৪৮টি আসন। অন্যদিকে নেতানিয়াহুর ডানপন্থী ও ধর্মীয় দলগুলোর জোট পেয়েছে ৫৩টি। এ নির্বাচনে আরব নেতৃত্বাধীন দলগুলো রেকর্ড ১৯টি আসন পেয়েছে।

তবে আরব দলগুলোকে নিয়ে সরকার গঠনের সম্ভাবনা নাকচ করেছেন আইজেনকোট। তাদের সমর্থন পেলে তাঁর জোটের আসনসংখ্যা ৬৭ হবে। এ ছাড়া অতি-রক্ষণশীল ইহুদি দল ইউনাইটেড তোরাহ জুদাইজম ও শাস পার্টির সমর্থন পেলে ৬১ আসনের সমর্থন নিশ্চিত হতে পারে। পার্লামেন্টে আস্থা ভোটে জয়ী হতে পারলে সংখ্যালঘু সরকার গঠনেরও সুযোগ রয়েছে তাঁর।

অধিকৃত পশ্চিম তীরের রামাল্লা থেকে আলজাজিরার প্রতিবেদক নুর ওদেহ জানিয়েছেন, আইজেনকোটকে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাশিত ছিল। কারণ, সরকার গঠনের বিষয়ে আলোচনায় তাঁর পক্ষেই সবচেয়ে বেশি আইনপ্রণেতা সমর্থন জানিয়েছিলেন। তবে নেসেটে আস্থা ভোটে টিকে থাকতে পারে, এমন সরকার গঠন করাই এখন তাঁর প্রধান চ্যালেঞ্জ।

আইজেনকোট ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ইসরায়েলের সেনাপ্রধান ছিলেন। ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান শুরুর পর প্রথম আট মাস নেতানিয়াহুর যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভায় পর্যবেক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

শনিবার আলজাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আরব নেতৃত্বাধীন দলগুলোর জোট জয়েন্ট লিস্টের জ্যেষ্ঠ সদস্য আহমেদ তিবি বলেন, প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল। তাঁর আশঙ্কা ছিল, নেতানিয়াহু ও আইজেনকোটকে নিয়ে জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠনের উদ্যোগ নিতে পারেন প্রেসিডেন্ট। তবে শেষ পর্যন্ত আরব দলগুলো আইজেনকোটের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

তিবির মতে, আরব দলগুলোর সমর্থন নিয়ে আইজেনকোট সংখ্যালঘু সরকার গঠন করতে পারেন। এমন সরকার তাঁদের প্রত্যাশার সঙ্গে পুরোপুরি না মিললেও নেতানিয়াহু, ইতামার বেন-গভির ও বেজালেল স্মোত্রিচকে ক্ষমতার বাইরে রাখাই তাঁদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে, প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগে নেতানিয়াহু সতর্ক করে বলেন, আরব নেতৃত্বাধীন দলগুলোর সমর্থন নিয়ে বিরোধীরা সরকার গঠন করলে ইসরায়েলের পতন ঘটবে। তিনি এমন সরকারকে রাষ্ট্রের জন্য হুমকি হিসেবেও উল্লেখ করেন।

নির্ধারিত সময়ে আইজেনকোট সরকার গঠনে ব্যর্থ হলে প্রেসিডেন্ট অন্য একজনকে দায়িত্ব দিতে পারবেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিও ব্যর্থ হলে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য তৃতীয় একজনকে সমর্থন জানাতে পারবেন। তাঁকেও ১৪ দিনের মধ্যে সরকার গঠনের চেষ্টা করতে হবে। এরপরও সমাধান না হলে ৯০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সে পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বে থাকবেন নেতানিয়াহু।

সূত্র: আলজাজিরা